দাদুর কান্ড

(শেষ পর্ব)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড

ভুল সংশোধন-

(দাদুর কান্ড গল্পটির প্রথম অংশে- মুক্তিযোদ্ধ কিভাবে দাদুকে ডান থেকে বামে এর যায়গায় হবে বাম থেকে ডানে নিয়ে এলো তা তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখে রেখেছেন। এবং তৃতীয় অংশে- সদালাপে সেতারা হাসেমের সর্বশেষ ৬জুন ২০০৪ এর যায়গায় হবে ১৮ জুন ২০০৪ তারিখের সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার পথ কোনটি নামক লেখাটি খোলুন।) (লেখক)

পরের সপ্তাহে দাদুকে আর কষ্ট করে সাইফুলের ঘরে যেতে হলোনা। শুভংকরের ফাঁকি ধরতে গিয়ে সারা সপ্তাহ অনেক কষ্ট করেছেন। স্ক্রীন শটের মাধ্যমে একটা লেখার চারটা ছবি তৈরী করে রেখেছেন সাইফুলকে দেখাবেন। কিন্তু দাদুর কাছে এখনো সদালাপে প্রকাশিত আবারো মুখোশ নামের ছবিটির বিষয়টি পরিস্ককার হয় নাই। ব্যাপারটা সাইফুলকে জানালেন-

- ছবিতে তীর দিয়ে লাল বৃত্তের ভেতর অভিজিত রায়ের নাম দেখানো হয়েছে, সেটা কি পরিবর্তিত নাম?
- জ্বী। এই খানে প্রথমে ও রূদ্র টু নন্দিনী ছিল এখনো আছে।
- এখনো আছে ! কোথায়?
- চশমাটা চোখে লাগান।
- কেন? ভাল ই তো দেখতে পাচ্ছি।
- আরে লাগান না। সদালাপের আবারো মুখোশ লেখাটি ২০০% Zoom in (বড়) করুন। টুল বারের উপরে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এর মেইন ফ্রেইমে ফাইলটির আসল নাম রূদ্র টু নন্দিনী লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন?
- হ্যাঁ। তাইতো।
- দাদু, তেপ্পান্ন গলির এটা হলো প্রথম গলি। এখনো বায়ান্ন গলি দেখার বাকী। দেখবেন?
- আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।
- ওয়েব এড্রেসে নাম বদলায়ে স্ক্রীন শটের মাধ্যমে পাঠককে বোকা বানানো যত সহজ, ফ্রেইম এড্রেস বদলানো তত সহজ নয়। অনেকে মনে করেন পি,ডি,এফ করা ফাইল পরিবর্তন করা যায়না। কথাটা আংশিক সত্য। পরিবর্তন করা যায় যদি পর্যাপ্ত এ্যাক্রবাট রাইটার ব্যবহার করা হয়। আর ঐ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এর মেইন ফ্রেইমের নাম ও বদলানো যায়, তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে মাইক্রসফট ফ্রন্ট পেইজ অথবা উপযুক্ত ওয়েব এডিটিং প্রোগ্রাম। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো দাদু, এ সবের কি কোন প্রয়োজন আছে? এফ,বি,আই বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এর চোখ দিয়ে পাঠক পড়েনা। লেখকের লেখায় পাঠক তার মনের খোরাক সন্ধান করে। আপনি অভিজিত দা কে খা-মাখা দালাল বলেছেন। আমার দুঃখ লেগেছে। আপনার কাছে উনি নরকের জ্বালানী-কাঠ হতে পারেন, আমার কাছে তিনি একজন ভাল মানুষ।

আমাদের সমাজে তাঁর প্রয়োজন আছে। তাঁর লেখা স্ট্রীং থিওরী পড়েছেন? কার জন্য, কার স্বার্থে, কেন এতসব লেখা? ঐ লেখায় আপনার জন্য কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য আছে অনেক কিছু। তাঁর লেখা আমার মন জুড়ায়, প্রফুল্লতায় ভরে দেয় আমার হৃদয়। তাই অভিজিত রায়ের হাতের প্রগতিশীল কলম যদি কেউ কেড়ে নিতে চায়, যদি কেউ অন্যায়ভাবে হাত তোলতে চায় তাঁর ওপর, আমি সেই নষ্ট হাতকে থামাবার যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্যই করবো।

- সাইফুল তুমি রাগ করলে? শুনো আমি ছবি গুলো ভিন্নমতে পোষ্ট করতে চাই। তুমি কি বলো?

সাইফুল কথা বলেনা। বাবা হারা তরুণ মানুষ। দাদুকে সে দেখে বাবা হিসেবে, বড় ভাই হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে। দাদু ও তা জানেন। দাদু আদরে সোহাগে সাইফুলকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন- " কথা বল দাদু, তোকে ছেড়ে আমি স্বর্গে ও সুখী হবোনারে ভাই"।

সমাপ্ত-

বিঃ দ্রঃ- বিনা অনুমতিতে বারবার রূদ্র ও নন্দিনীর নাম ও তাঁদের লেখা ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। (লেখক)

নীচে দাদুর তৈরী দুটো ছবি দেয়া হলো।

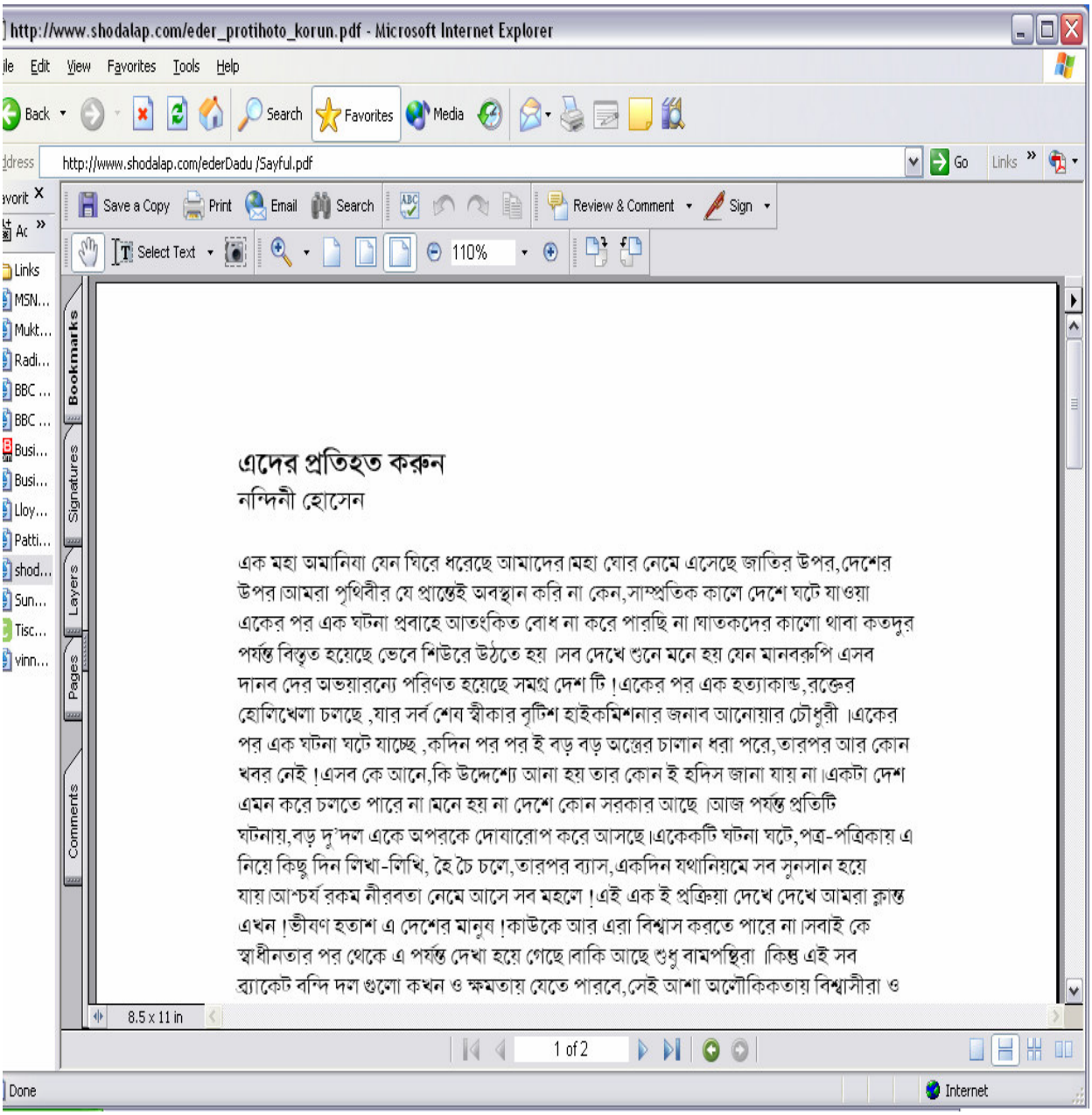

ছবিটির ওয়েব এড্রেসে লেখা Dadu/Sayful.pdf (পরিবর্তিত)
ফ্রেইম এড্রেসে লেখা eder-protihoto-korun.pdf ((অপরিবর্তিত)

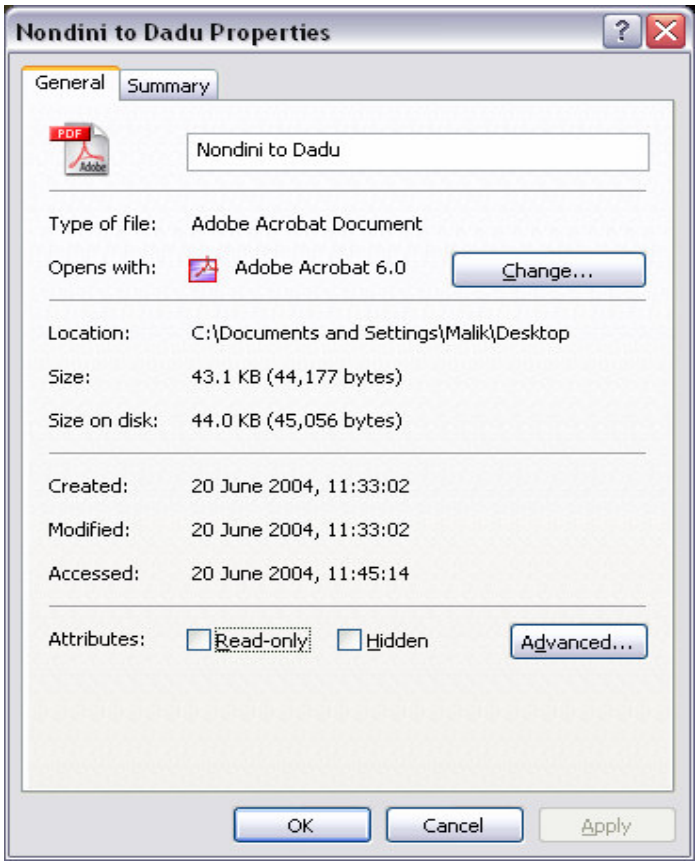

এদের প্রতিহত করুন লেখার প্রোপার্টির পরিবর্তিত নাম।